৭৮
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 05 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৭ ......

বিশ বছরের লাখ লাখ টাকার আপত্তি

ঢাকা ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ও অডিট বিভাগের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব

খায়রুল আনোয়ার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২০ বছরের লাখ লাখ টাকার অডিট আপত্তি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অডিট বিভাগের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। দ্বন্দ্ব নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অডিট বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একটি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এতে সমস্যার সুরাহা তো হয়ইনি, বরং বিরোধ আরও বেড়েছে। অডিট বিভাগ বলছে, প্রচলিত সরকারী আর্থিক বিধি-বিধানের আওতা বহির্ভূত কোন অর্থ ব্যয় করার আগে বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হচ্ছে, '৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সম্পদ ও তহবিল নিয়ন্ত্রণ করে।

অডিট বিভাগের বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনভাতা ও পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়মকানুন গত ২০ বছর যাবত উপেক্ষিত হয়ে আসছে। লাখ লাখ টাকার অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি হচ্ছে না।

গুরুতর আর্থিক অনিয়মের মধ্যে রয়েছে শূন্যপদ ছাড়াই পদোন্নতি ও নিয়োগ প্রদান, একই ব্যক্তিকে পদোন্নতি ছাড়া একাধিক উচ্চতর পদ বা স্কেলে উন্নীত করা, সকল গ্রেডের অফিসারদের সিলেকশন গ্রেড দেয়া ও বিভিন্ন নামে বিশেষ ভাতা প্রদান। অডিট আপত্তি উত্থাপন করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী কর্তৃক অডিট পার্টির সদস্যদের আক্রমণ করার ঘটনাও ঘটেছে। অডিট বিভাগের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, রসায়ন বিভাগে অধ্যাপকের মঞ্জুরিকৃত পদ ৭টি, কর্মরত ২৪ জন। অর্থাৎ অতিরিক্ত ১৭ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রাণিবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপকের অনুমোদিত পদ ৩টি, অথচ কর্মরত আছেন ১৮ জন। বিএ পাসের জন্য সমাজবিজ্ঞান অনুষদের প্রধান সহকারীকে ২টি ইনক্রিমেন্ট দেয়া হয়েছে। একই কারণে দু'টি ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হয় গ্রন্থাগার দফতরের এক পরিদর্শককে। শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনেককে বিভিন্ন নামে যেমন খণ্ডকালীন এ্যাকটিং, বিশেষ, ব্যক্তিগত যাতায়াত, ক্লাব ভাতা, ইত্যাদি ভাতা প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের গাড়িচালকদের ওভারটাইম ভাতার পরও মাসে চার শ' টাকা হারে বিশেষ ভাতা দেয়া হয়েছে। আর্থিক অনিয়মের মধ্যে আরও রয়েছে জাতীয় বেতন স্কেলে বেতন নির্ধারণের পর ২টি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্টের সুবিধা প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যে কোন পাবলিক পরীক্ষায় পাসের তারিখে ১/২টি ইনক্রিমেন্ট সুবিধা দেয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের '৭৭ সালের জুলাই মাসে জাতীয় বেতন স্কেলে বেতন নির্ধারণের পর ২টি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হয়। একইভাবে ১৯৯১ সালের ৭ জুলাইয়ের নতুন জাতীয় বেতন স্কেল চালুর পর ১টি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্টের সুবিধা দেয়া হয়। ব্যক্তিগত বেতনের নাম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ হাবিবুর রহমানকে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়েছে, যা পেনশন হিসাবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত হয়। এটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের অন্যতম একটি দৃষ্টান্ত। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ইতোপূর্বে শিক্ষা সচিবকে লেখা এক চিঠিতে আর্থিক অনিয়মের কথা উল্লেখ করেন। এ চিঠিতে বলা হয়, গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, সেই সঙ্গে পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়মকানুন গত ২০ বছর যাবত উপেক্ষিত হয়ে আসছে। নিরীক্ষা টিম কর্তৃক এসব অনিয়মের ওপর বিভিন্ন সময়ে আপত্তি ইস্যু করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেটের সিংহভাগ আসে সরকারী রাজস্ব খাত থেকে। কিন্তু সরকারের আইনকানুন সেখানে দারুণভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সমস্যার কোন সুরাহা করা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনভাতা ও পেনশনের ওপর উত্থাপিত অডিট আপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সেপ্টেম্বর মাসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, অর্থ সচিব, শিক্ষা সচিব ও অডিট বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ সেহেতু অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে একে বিচার করলে তা যথাযথ হবে না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুযায়ী অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা, অতিরিক্ত কাজের জন্য বিশেষভাতা প্রদানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। তবে বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এস হাফিজউদ্দিন খান সভায় এ প্রসঙ্গে বলেন, দেশের প্রত্যেকটি কর্মকর্তা-কর্মচারী একই সাধারণ ও সকলের জন্য প্রযোজ্য আর্থিক বিধি বিধানের আওতায় থেকে তাদের ব্যয় নির্বাহ করবে, এটাই হচ্ছে দেশের সাধারণ আইন। এর ব্যতিক্রম ঘটানো যথাযথ নয়। এ প্রসঙ্গে অর্থসচিব ডঃ আকবর আলী খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নীতিমালা এবং অনুমোদিত বাজেটের আওতায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে তাদের ব্যয়ভার বহন করতে হবে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদ এ সভায় বলেন, প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য জারিকৃত পে-স্কেল একটি অলঙ্ঘণীয় বিষয়। দীর্ঘ আলোচনার পর এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিপরীতে অডিট আপত্তি নেই শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রে পেনশনের দাবি ৮০ শতাংশ পরিশোধের স্থলে ১০০ শতাংশ পরিশোধ করা হবে। নতুন পে-স্কেল ঘোষণার আগে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

এ বৈঠকের পরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ২০ বছরের অডিট আপত্তির কোন সুরাহা হয়নি।

বাংলাদেশের প্রথম হাতে সেলাই টাই প্রস্তুতকারী